৩১

আজকের কাগজ

তারিখ ... 06 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫...

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ সংশোধনের প্রতিবাদে চবি'র শিক্ষকরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করবে

□ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা প্রদর্শনসহ বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে

চট্টগ্রাম থেকে ইয়াসিন হীরা ঃ সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ সংশোধনের উদ্যোগের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একাংশ আজ ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়া হয়। অন্যদিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা প্রদর্শনসহ বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ২৮ বছর পর এ প্রথমবারের মতো সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডঃ মুঞ্জুর মাহমুদ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয় ষাটের দশক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ, গণতান্ত্রিক ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পরিবেশ, সৃষ্টির জন্যে সংগ্রাম করেছেন। তার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ রচিত হয় যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন অর্পণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফসল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ বর্তমান সরকার ১৯৭৩ আইন সংশোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ষাটের দশকে আইয়ুব আমলে রচিত কালাকানুনগুলোর অনুরূপ আইন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টায় রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের আইনকে লংঘন করে নির্বাচিত উপাচার্য প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনকে অবৈধভাবে অপসারণ করে আর আই চৌধুরীকে উপচার্য পদে আসীন করা হয়। এভাবে আসীন হয়ে ডঃ আর আই চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী একটি ফ্যাসীবাদী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বলা হয় তাতে এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অপশক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি কর্তৃক যে নৃশংস কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো। তাতে মেধাবী ছাত্র ফারুকুজ্জামান ফারুক নিহত হয়। শতাধিক ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারি আহত ও লাঞ্ছিত হয়। সেই ঘটনার জন্যে অভিযুক্ত কয়েকজন সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে অন্যায়ভাবে দলীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিনিটকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে। সিণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল বোর্ড অব এডভান্স স্টাডিজ ও ফিনান্স কমিটির সভা নিয়মিতভাবে না ডাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্থবিরতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, ট্রান্সপোর্ট বিভাগ ও হিসাব নিয়ন্ত্রণ বিভাগে নৈরাজ্য দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা এক ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে লাখ লাখ টাকা লোপাট হচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় শহীদ মিনারে '৭৩ অধ্যাদেশ সংশোধনের উদ্যোগের প্রতিবাদে এক সমাবেশ ও পরে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ইমরান হোসেন। বক্তব্য রাখেন ডঃ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপিকা হামিদা বানু, ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ।